২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ইউপিএ-২ আমলে রাজ্যসভা

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

ইউপিএ -২ এর জমানায় সংসদের অন্তিম অধিবেশন শেষ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে রাজ্যসভায় যে সব কাজ হয়েছে এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ও আমাদের দলের নেতা হিসেবে কাজ করার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তা একবার ফিরে দেখি। আমার কাছে পরম পরিতৃপ্তির বিষয় হল, এই সময়ে এমন কিছু অসাধারণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে যেখানে সরকার ও বিরোধী সদস্যরা অংশ নিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাধা দেওয়ার ঘটনা ও সংঘাতমূলক রাজনীতির জন্য সভার মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। সার্বিক ভাবে বিশ্লেষণের পর আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মূল্যবান বিতর্কের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ বেশি সুরক্ষিত হয় এবং গন্ডগোলের বদলে বিতর্ক হলে বিরোধী ও অন্য সদস্যরা বেশি উপকৃত হন। কোনও ইস্যু নিয়ে অপ্রস্তুত থাকলে মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য একটা বাড়তি সুবিধা পায় বিরোধী পক্ষ।

গত পাঁচ বছরে রাজ্যসভায় অসামান্য কিছু বিতর্ক আমার সংগৃহীত তথ্য থেকে উল্লেখ করছি। ২০০৯-এ বাদল অধিবেশনে তিন দিনের বিতর্কের সময়ই ২জি স্পেকট্রাম বণ্টনের বিশদ তথ্য ফাঁস ও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত অন্যতম অভিযুক্ত তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করতে গিয়ে গভীর বিপাকে পড়েছেন। বিতর্কের সময় অনেক অজানা তথ্য উঠে আসে এবং পরে তা এই মামলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেশ করা সিবিআইয়ের চার্জশিটে নথিভুক্ত হয়েছে।

সন্ত্রাস নিয়ে দেশের উদ্বেগ ও বিদেশ নীতিকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার জন্য শরম-এল-শেখ-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতির খসড়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা দাবি করে সভায় এক অসাধারণ বিতর্ক হয়েছিল। কোপেনহেগেনে আলোচনা শেষে পরিবেশ বদল নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার পর তার খসড়া নিয়ে সভায় চুলচেরা বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কের মান এতটাই উঁচুতে ছিল যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে তা ঈর্ষণীয় হতে পারে।

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের ঘটনায় বিচারপতি লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সংসদের দুই কক্ষে বিতর্ক হয়েছে। টানা বিতর্ক চলে রাত পর্যন্ত যেখানে সদস্যরা অভিযোগ সম্পর্কে রিপোর্টের তথ্য তুলে ধরেন অথবা কখনও সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। বিচারপতি সৌমিত্র সেনকে ইমপিচ করা নিয়ে রাজ্যসভায় দুদিন বিতর্ক হয়। বিচারপতির বক্তব্য শোনার জন্য রাজ্যসভা

আদালত কক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বিচারপতির বক্তব্য শোনার পর সদস্যরা তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁকে শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইস্যু নিয়ে বিশেষ করে ধুবড়ি ও কোকরাঝাড়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ওই অঞ্চলের ছাত্র ও যুবকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যসভায় বারবার আলোচনা হয়েছে। সব সদস্যই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে উত্তর-পূর্বের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছেন।

দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে রাজ্যসভায় বহু চর্চা হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমস, কয়লা ব্লক বণ্টন, ভিভিআইপি হেলিকপ্টার ক্রয় চুক্তি থেকে দুর্নীতির বাড়বৃদ্ধি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। লোকপাল বিল নিয়ে দু বার চর্চা হয়েছে। দুর্বল লোকপালের জন্য অধিকাংশ সদস্য সম্মত না হওয়ায় ২০১১-র ২৯ শে ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত আলোচনার পর স্থগিত হয়ে যায়। বিলটি রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং সংশোধিত বিলটি পরে রাজ্যসভায় আলোচনার পর পাশ হয়েছে। দুর্নীতি বিরোধী যোদ্ধা আন্না হাজারের গ্রেফতার নিয়েও রাজ্যসভায় বেশ উচ্চমানের তুমুল বিতর্ক হয়েছে।

রাজ্যসভার ৬০ বছর পূর্ণ করার পরার পর ভারতীয় গণতন্ত্রের সঠিক অবস্থান তা নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছেন সাংসদরা। উৎসাহব্যঞ্জক ও নিরপেক্ষ বিতর্ক হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লবিইস্টদের আনাগোনা এবং ফোন ট্যাপিংয়ের ঘটনা ও অধিকারের বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে।

কয়েকটি মন্ত্রকের কাজকর্ম বিবেচনা করা নিয়ে রাজ্যসভায় একাধিক বার আলোচনা হয়েছে। রাজ্যসভায় বেশ কয়েকটি আইন পাশ হয়েছে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহিলা সংরক্ষণ বিল, (এটা এখনও লোকসভায় পাশ হয়নি) ও লোকপাল আইন, অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজন আইন, পরমাণু ক্ষতিপূরণে নাগরিক দায়বদ্ধতা বিল, খাদ্য বিল ও নতুন জমি অধিগ্রহণ বিল। পরমাণু ক্ষেত্রে নাগরিক দায়বদ্ধতা বিল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গুণগত আলোচনা হয়েছে। মহিলা সংরক্ষণ ও অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজন বিল নিয়ে সদস্যরা হট্টগোলের মধ্যেও বক্তব্য রেখেছেন। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

বেশিরভাগ বিতর্কই সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সম্প্রচারিত হয় বেসরকারি চ্যানেলেও। উঁচুমানের বিতর্ক দেখতে জনমনেও আগ্রহ দেখা গেছে। বিচারপতি সৌমিত্র সেনকে ইমপিচ করা নিয়ে বিতর্কের উপর রাজ্যসভার সচিবালয় থেকে একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে।

রাজ্যসভায় বিতর্ক হলেই বেশ জমে যায়। গোলমাল বাধলে অনেক সদস্য, এমনকী রাজ্যসভার চেয়ারম্যানও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বলেও ফেলেন- রাজ্যসভা কী নৈরাজ্যবাদীদের সংঘ হয়ে উঠল। নথিভুক্ত হোক না হোক অনেক সদস্য উঠে বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানান। কয়েকজন জন তার প্রতিবাদ করেন, এরমধ্যে কোনও এক সদস্য এর মধ্যে নৈরাজ্যবাদীদের ফেডারেশন দেখতে পান। এ ভাবেই সুবিতর্ক হয়েছে রাজ্যসভায়, তবে সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তা আরও ভালো করা যেত।

ভাবেই সুবিতর্ক হয়েছে রাজ্যসভায়, তবে সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তা আরও ভালো করা যেত।